بسم الله الرحمن الرحيم

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

حزب التحرير
HIZB UT TAHRIR

নং: ১৪৪১-১২/০২ | শুক্রবার, ১০ জিলহজ্জ, ১৪৪১ হিজরী | ৩১/০৭/২০২০ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

হাসিনা বা ইমরানের প্রতারণার কাছে জনগণ নতি স্বীকার করবে না, কারণ জনগণ অবগত যে, তারা উভয়েই কাফির-সাম্রাজ্যবাদীদের দালাল এবং ভারতকে শক্তিশালী করার মার্কিন কৌশলগত স্বার্থকে এগিয়ে নেয়ার মাধ্যমে উম্মাহ্'র সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছে

সম্প্রতি প্রখ্যাত ভারতীয় সংবাদপত্র দ্য হিন্দু কর্তৃক প্রকাশিত, "বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও শেখ হাসিনা ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের সাথে সাক্ষাৎ করেনি: ঢাকা ডেইলি" - শীর্ষক একটি নিবন্ধ বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও বুদ্ধিজীবী অঙ্গনে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে, কারণ এতে ঢাকা ও নয়াদিল্লির মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েন নিয়ে বেশ কয়েকটি ঘটনার উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। জানা গেছে যে, ঢাকাস্থ ভারতীয় হাইকমিশনার রিভা গাঙ্গুলি দাস গত চার মাসে বারংবার একটি বৈঠকের জন্য অনুরোধ করলেও শেখ হাসিনা তাকে প্রত্যাখ্যান করে অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছে। এটাও জানা গেছে যে, ২০১৯ সালে শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পুনঃনির্বাচিত হওয়ার পর থেকে সকল ভারতীয় প্রকল্প ধীরগতি লাভ করেছে এবং চীনা অবকাঠামোগত প্রকল্পসমূহ ঢাকার কাছ থেকে অধিকতর সহায়তা পেয়ে আসছে। সবশেষে, বাংলাদেশের সাথে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার ইচ্ছা ব্যক্ত করে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান বুধবারে শেখ হাসিনার প্রতি এক বিরল আহ্বান জানিয়েছে, যেটাকে 'ভারত-কেন্দ্রিক' নীতি থেকে বাংলাদেশের 'বেরিয়ে আসার' এবং সাম্প্রতিক সময়ে চীন ও পাকিস্তানের দিকে 'ঝুঁকে পড়ার' ইঙ্গিত মনে করে বাংলাদেশের কতিপয় মহল উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে!

ভারত-চীন/পাকিস্তানের চলমান এই রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে জনগণের মতামতকে ইচ্ছাকৃতভাবে বা অজ্ঞতাবশত কতিপয় বুদ্ধিজীবী ও গণমাধ্যম দ্বারা নিয়ন্ত্রণ কিংবা বিপথগামী করা হচ্ছে, যা মূলত কাফির সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার ঘৃণ্য ভূ-রাজনৈতিক এজেন্ডাকেই সমর্থন করে। এসব বিতর্কের মাধ্যমে শেখ হাসিনাকে কাল্পনিকভাবে এমন একজন শক্তিশালী নেতৃত্ব হিসেবে চিত্রায়িত করার চেষ্টা করা হচ্ছে যিনি ভারতকে শক্তভাবে আঘাত করার এবং ভারতের উদ্বেগ সত্ত্বেও চীনের সাথে আলোচনা করার সাহস রাখেন! যদিও আমরা জানি, ১৯২৪ সালে খিলাফত রাষ্ট্র ধ্বংসের পর থেকে মুসলিম বিশ্বে শেখ হাসিনা বা ইমরান খানের মতো দালাল শাসকেরা পশ্চিমা পুঁজিবাদী বিশ্ব ব্যবস্থার অধীনে শাসনের 'প্রকৃত ক্ষমতা' অর্জন করতে পারেনি, বরং তারা কেবল কাফির সাম্রাজ্যবাদীদের ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থরক্ষায় আমাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া পুতুল শাসক হিসেবে ভূমিকা পালন করছে। তদুপরি, আমাদের রাজনৈতিক অঙ্গনে যেসব অদূরদর্শী উল্লসিত মহল চীন ও পাকিস্তানের সাথে হাসিনার 'সহযোগিতা' প্রত্যক্ষ করে রোমাঞ্চিত হয়ে ভারতের সাথে দর কষাকষির আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছে, তারা প্রফুল্ল চিত্তে এই বাস্তবতা সম্পর্কে বিস্মৃত হয়েছে যে, পাকিস্তানের ইমরান খান আমেরিকার আরেক নগণ্য পুতুলমাত্র, যে ভারতকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে এশীয় উপমহাদেশে আমেরিকার স্বার্থ বাস্তবায়নে একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এটা তাদের শিশুসুলভ চিন্তা যে, তারা প্রস্তাবিত ৩১ বিলিয়ন ডলারেরও অধিক পরিমান চীনা বিনিয়োগকে বাংলাদেশে চীনের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক প্রভাব হিসেবে বিবেচনা করছে, অথচ এ বিষয়ে তারা অজ্ঞ যে, চীন পাকিস্তানে তার 'চীন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডোর (CPEC)' এবং 'ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড (OBOR)' প্রকল্পের জন্য পাকিস্তানেও বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে, যার ঝুঁকি ও সুযোগ উভয় বিষয়েই আমেরিকা সম্যক অবগত, এতদ্বসত্ত্বেও আমেরিকা তার আজ্ঞাবাহী শাসকদেরকে চীনের সাথে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সম্প্রসারিত করার অনুমতি দিয়েছে। আমরা যাতে এটা ভুলে না যাই যে, চীনের সাথে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সম্পর্কের সাথে সাথে এই অঞ্চলে চীনের উত্থান রোধে এবং পদ্ধতিগতভাবে মুসলিম সামরিক বাহিনীকে দুর্বল করার মাধ্যমে দ্বিতীয় খিলাফত রাশিদাহ্'র প্রত্যাবর্তনকে বিলম্বিত করার মার্কিন পরিকল্পনা অনুযায়ী পাকিস্তান ভারতের সাথে দ্বন্দ্ব পরিত্যাগ করেছে! এবং, এটা বিশ্বাস করার কোন কারণ নেই যে, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমেরিকার ভূ-রাজনৈতিক লক্ষ্য এর চেয়ে ভিন্ন কিছু হবে। হাসিনা ও ইমরানের মতো শাসকগণ কেবলমাত্র কাফির-সাম্রাজ্যবাদীদের আধিপত্য বজায় রাখার জন্য ক্ষমতায় আসীন রয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, তারা কেবল দেশ ও জনগণের শত্রু নয়, বরং ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ্'রও শত্রু। এই দুই বিশ্বাসঘাতকই আমেরিকার এজেন্ডা অনুযায়ী কাশ্মীরকে ত্যাগ করেছে, ইমরান-বাজওয়া শাসকগোষ্ঠী যখন অধিকৃত কাশ্মীরকে ভারতের কাছে সমর্পণ করে, তখন হাসিনা সরকার এটাকে ভারতের আভ্যন্তরীণ বিষয় হিসেবে আখ্যা দিয়েছে, অথচ এই দুই মোনাফিক তাদের দেশকে মদিনার মত ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার বাগাড়ম্বরপূর্ণ বক্তব্য দিয়ে মুসলিমদেরকে বোকা বানানোর চেষ্টা করেছিল! অতএব, এই বিষয়ে সঠিক রাজনৈতিক চিন্তার কাঠামো হলো - বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে ভারত ও চীনের মধ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার মধ্যে হাসিনা যা বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করছে তা সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার পরিকল্পনা ও চাহিদার বাইরে কিছুই নয়।

হে মুসলিমগণ! হিযবুত তাহ্‌রীর কাফির শক্তিসমূহ ও তাদের দালাল শাসকগোষ্ঠীর মুসলিম ও দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রসমূহ নিরলসভাবে প্রকাশ করে যাবে, যাতে আপনারা দিক-নির্দেশনা পান এবং আমাদের শত্রুদের বিশ্বাসঘাতকতার আবর্তে পতিত হয়ে বিভ্রান্ত না হন। এধরনের অনর্থক রাজনৈতিক বিতর্কে আমাদের জড়িয়ে পড়া উচিত নয়, এবং কাফির-সাম্রাজ্যবাদীদের ঘৃণ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য আমরা নিজেদেরকে ব্যবহৃত হতে দিতে পারি না। এই অপমানজনক অবস্থা থেকে রেহাই পাওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে নবুয়্যতের আদলে দ্বিতীয় খিলাফত রাশিদাহ্ ফিরিয়ে আনার জন্য সত্যবাদী ও ন্যায়নিষ্ঠ দল **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর সাথে কঠোর সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া, যে খিলাফত রাষ্ট্র সমগ্র বিশ্বে শারী'আহ্ নির্ধারিত শক্তিশালী পররাষ্ট্রনীতির মাধ্যমে নিজেকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করবে, এবং এই অঞ্চলসহ বিশ্বব্যাপী আমেরিকা ও অন্যদের আধিপত্য ধ্বংস করতে চীন, ভারত ও আমেরিকাকে একে অপরের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে, এবং নিপীড়নমূলক ধর্মনিরপেক্ষ পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে মানবজাতিকে মুক্ত করে বিশ্বজুড়ে ইসলামের মাহাত্ম্য প্রচার করবে। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন:

"... এরপর আসবে জুলুমের শাসন, এটা ততদিন বিরাজ করবে যতদিন আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন, এরপর তিনি যখন ইচ্ছা তা অপসারণ করবেন, এবং এরপর আসবে খিলাফত, নবুয়্যতের আদলে" (মুসনাদে আহমদ)।

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ